তারিখ ... 09 MAR 2017 ... পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...২...

যুগান্তর

এইচএসসি পর্যন্ত শিক্ষা ছাড়া পিছিয়ে থাকবে বিশ্বের মানুষ

যুগান্তর রিপোর্ট

সর্বজনীন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর নির্ভর করছে বিশ্বের মানুষের সাত ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন। ২০৩০ সালের মধ্যে এ শিক্ষা নিশ্চিত করতে না পারলে বিশ্বের প্রায় সাড়ে সাতশ' কোটি মানুষকে বর্তমান অবস্থায়ই থাকতে হবে।

ইউনেস্কোর জিইএম প্রতিবেদন

জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা ইউনেস্কোর বৈশ্বিক শিক্ষা পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে (জিইএমআর) এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ২০১৫ সালে জাতিসংঘের নেয়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের ওপর ভিত্তি করে এবারের প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোতে (ব্যানবেইস) এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে সম্মানিত অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বাস্তবায়নসংক্রান্ত মুখ্য সমন্বয়ক ও সাবেক মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ। তিনি ইউনেস্কোর প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। পরে আলোচনায় ■ পৃষ্ঠা ১৬ : কলাম ১

এইচএসসি পর্যন্ত শিক্ষা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

তিনি বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নে রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এসডিজি বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞ টিম কর্মকৌশল তৈরি করছে। চলতি মাসের মধ্যে ওই কাজ শেষ হওয়ার কথা আছে। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন। সংক্ষিপ্তভাবে প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন ইউনেস্কো ব্যাংকক অফিসের ইনক্লুসিভ কোয়ালিটি এডুকেশন বিভাগের প্রধান ম্যাকি হায়াশিকাওয়া। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও এসডিজি-৪ ফোকাল পয়েন্ট চৌধুরী মুফাদ আহমদ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মনজুর আহমেদ এবং ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের সচিব মনজুর আহমেদ বক্তৃতা করেন।

জিইএম প্রতিবেদনে বলা হয়, এসডিজিতে ২০৩০ সালের মধ্যে সর্বজনীন উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপনের কথা আছে। কিন্তু স্বল্পআয়ের দেশগুলোতে বর্তমানে সমাপনের হার মাত্র ১৪ শতাংশ। বর্তমান ধারা বজায় থাকলে লক্ষ্য অর্জিত হবে না বলে প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলা হয়, এ জন্য আমাদের প্রয়োজন অভূতপূর্ব গতিশীলতা। এ জন্য শিক্ষায় প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের সুপারিশ করা হয় প্রতিবেদনে। ২০১৫ সালে বিশ্বের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) নেয়া হয়েছে। যদি আগামী ১৫ বছরের মধ্যে শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব না হয়, তাহলে ৭টি ক্ষেত্রে বিশ্ব পিছিয়ে যাবে। সেগুলো হল : দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুধা নিবারণ, উন্নত স্বাস্থ্য, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, টেকসই উৎপাদন ও ভোগ, শক্তিধর নগর এবং অধিকতর সমতাসূচক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থা। বিশ্বের শিক্ষা উন্নয়নে এসডিজিতে শিক্ষার জন্য মোটাদাগে ৩টি দিক নির্দেশ করা হয়েছে। এগুলো হল : সবার অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাসূচক মানসম্মত শিক্ষা এবং জীবনব্যাপী শিখন নিশ্চিত করা। এতে বলা হয়, শিক্ষা ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের ভয়াবহ দূরত্ব আছে। অধিকাংশ দরিদ্র দেশে দরিদ্র শিশুরা অনতিক্রম্য বাধার সম্মুখীন হয়। তাদের পড়ার বই, মানসম্মত শিক্ষা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ, বিদ্যুৎ-পানি-স্বাস্থ্য, দক্ষ শিক্ষক এবং মৌলিক শিক্ষার অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপকরণ নেই। প্রত্যেক দেশকে জিডিপির ৪ থেকে ৬ শতাংশ বরাদ্দ করতে হবে। অথবা মোট সরকারি ব্যয়ের ১৫-২০ শতাংশ শিক্ষায় থাকতে হবে। বাংলাদেশসহ ৩৫টি দেশ এ ব্যয় করে না বলে এতে উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনে বিভিন্ন দেশের শিক্ষার উন্নয়ন চিত্র নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে বলা হয়, বর্তমানে ভর্তি ও সমাপনের মতো অপরিণত সূচক ব্যবহার করে শিক্ষায় জোগান, মান ও অর্জন পরিমাপ করা হয়।